যুগান্তর

তারিখ 26 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

মতামত/মন্তব্য
৪৬

ইংরেজিতে পাসের হার বাড়াতে হবে

গত সপ্তাহে ৩ মাস পরে ৪ দিনের জন্য গ্রামের বাড়ি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জের উলানিয়া গিয়েছিলাম মুমূর্ষু দাদীকে দেখতে। এ বছর এসএসসিতে ২৫,৭৩২টি এ+ পেলেও পাসের হার খুব একটা সন্তোষজনক না। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে, এ বছর শুধু ইংরেজিতে ফেল করেছে মোট অকৃতকার্যের ৩০%। তাহলে বোঝা যায়, তারা যদি ইংরেজিতে পাস করত তাহলে আমরা একটি গোল্ডেন রেজাল্ট প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। এখন ইংরেজি সনাতন পদ্ধতিতে না পড়িয়ে, কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। কমিউনিকেটিভ ইংরেজি মুখস্থ নয়, বুঝতে হয় এবং তা খুবই বাস্তবমুখী ও সহজ। বিশেষ করে গ্রামের শিক্ষকরা কমিউনিকেটিভ ইংরেজি ভালোভাবে বোঝেন না। শিক্ষক না বুঝলে শিক্ষার্থীকে কি বোঝাবেন? উলানিয়ার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. হিরন কুমার বড়াল আমাকে সে দিন বলেছেন, তার ছোটবেলায় ১৯৬৬ সালে ঢাকাতে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন গভর্নর মোনেম খাঁ বলেছেন, আপনারা আমার মতো ম্যাট্রিক পাস করে গভর্নর হন কিন্তু শিক্ষক হবেন না। শিক্ষক ভুল পড়ালে তা আজীবনই ভুল থেকে যাবে। তাই ইংরেজির ওপর শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

তাতেও যে শিক্ষকের মান উন্নত হবে না, তাকে প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিন। আগে Tense কাকে বলে, কত প্রকার, কি কি তা পড়ানো হতো। কমিউনিকেটিভে লেখা, বলা ও ভাব প্রকাশে সঠিক Tense-এর ব্যবহার গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। এখন বিষয়টি ব্যবহারিক হয়ে গেছে, আগে ছিল তাত্ত্বিক। মান্ধাতার আমলের পাঠদান পদ্ধতি পরিহার করে তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটারের যুগে এক্ষেত্রে শিক্ষকমণ্ডলী আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের মাধ্যমে তাদের সর্বোচ্চ শ্রম প্রয়োগ করে আগামীতে ইংরেজিতে পাসের হার সন্তোষজনক স্থানে নিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশা রইল।

মিজানুর রহমান শাজাহান
মার্কেটিং বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি